গলায় গামছা বেঁধে টানাহেঁচড়াই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে জমিজমা নিয়ে বিরোধে গলায় গামছা পেছিয়ে টানাহেচড়াই প্রতিপক্ষের হাতে রাহাজ উদ্দিন (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার সিংগা গ্রামে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মৃত রাহাজ উদ্দীন একই গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় ওই গ্রামের স্বপন আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলার আবেদন করেছেন নিহতের ছেলে পলাশ হোসেন।

নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, নিহতের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল স্বপনদের। এ নিয়ে ওই গ্রামের বাজারে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এ সময় স্বপন তাকে কিলঘুষি মারতে থাকে। এক পর্যায়ে গলায় গামছা বেধে টানা-হেচড়া শুরু করে। পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রাহাজ উদ্দিন। কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়।

ওই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য গোলাম রহমান জানান, সকালে বাজারে দু’জনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। শুনেছি স্বপন তার গলাই গামছা দিয়েছিল। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে। তখন রাহাজ উদ্দিন বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কিছুদুর যাওয়ার পর মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে এবং এ সময় তার মৃত্যু হয়।

নিহতের ছেলে পলাশ বলেন, সকালে আমার বাবাকে মারধর করেছে স্বপন। তাকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে টানাহেঁচড়া করেছে। ফলে ঘটনাস্থলেই আমার বাবা মারা গেছেন। তাকে হত্যা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান বলেন, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। রিপোর্ট হাতে পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৪-২৫ এর আওতায় জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলায় নবগঙ্গা দল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরভ অর্জন করে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া অফিসার মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সজল কুমার দাস।

সেসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার, জেলা কালচারাল অফিসার জসিম উদ্দিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। এছাড়াও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

টুর্নামেন্টটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ঝিনাইদহ ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)।

উল্লেখ্য, গত ০৮ নভেম্বর বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা শুরু হয়। এতে ঝিনাইদহ জেলার অনূর্ধ্ব-১৪, ১৬ ও ১৮ বছর বয়সী খেলোয়াড়বৃন্দ যথাক্রমে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও নবগঙ্গা ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রচার প্রচারণায় জমে উঠেছে ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির নির্বাচন

জমে উঠেছে ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির নির্বাচন। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা। সকাল থেকে রাত অবধি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন তারা। দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

আজ মঙ্গলবার সকালে সম্মিলিত নাগরিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে ‘শতভাগ দুর্নীতি, বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিত, চিকিৎসার মানউন্নয়নের অঙ্গিকার নিয়ে গঠিত মোয়াজ্জেম-পান্নু প্যানেল নির্বাচনী গণসংযোগ করেন। ভোটারদের কাছে গিয়ে তাদের প্যানেলে ভোট প্রার্থনা করেন। ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক হাসপাতালের নানা উন্নয়ন, রোগীদের সেবার মান বৃদ্ধি, ভোগান্তী দুর ও ব্যায় কমানোর নানা প্রতিশ্রুতি দেন তারা। ভোটাররাও প্রার্থীদের দেওয়া ইশতেহার বাস্তবায়ন হবে এমনটিই আশা করছেন।

সেসময় প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, সহ-সভাপতি জাহিদুজ্জামান মনাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ২১ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২১টি পদে ৩৩ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। ওই দিন সকাল ৯ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত ৩০৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

ঝিনাইদহে হাসনাত ফাউন্ডেশনের

উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার(১৬ ডিসেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে শহরের আদর্শপাড়া এলাকায় হাসনাত ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা সেনা কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক শমসের আলী, হাসনাত ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা রাফসান আলী, সহ-সভাপতি ইমরান হোসেন, মো. ইমন, কোষাধ্যক্ষ কামরুল ইসলাম জিসান।

এ সময় জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সহস্রাধিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত

“প্রবাসীর অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, আমাদের সবার” এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ এবং চাকুরী মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে ঝিনাইদহ সরকারি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)’তে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস চাকুরি মেলা ও সেবা সপ্তাহ’র উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো: আব্দুল আওয়াল।

টিটিসি’র অধ্যক্ষ মো: রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে সেসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বকুল চন্দ্র কবিরাজ, বিসিক’র উপ-ব্যবস্থাপক সেলিনা রহমান, ডিইএমও সহকারী পরিচালক সামিউল ইসলাম সহ অন্যান্যরা।

ঝিনাইদহে নারীদের মাঝে বিনামুল্যে বাছুর বিতরণ

নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াতে ঝিনাইদহে হতদরিদ্র পরিবারদের মাঝে বিনামূল্যে গাভী গরুর বাছুর বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঝিনাইদহের যৌথ অগ্রসরমান সৃজক সংস্থা (জাগো)।

জাগো’র নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুল শরীফ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি। সেসময় উপস্থিত ছিলেন হরিশংকরপুর ইউনিয়নের সদস্য আব্দুল বারী, সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য সালমা খাতুন, জাগোর নির্বাহী সদস্য সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়ক এস এম নাজির আরেফিনসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামের ৫ জন নারীর মাঝে গরুর বকনা বাছুর বিতরণ করা হয়। এর আগে গাভী পালনের উপর ওই নারীদের ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন সদর প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা: তারেক হাসান মুসা।

ঝিনাইদহে ১৩ লাখ টাকার ব্রীজ ৫ মাসেই জলে!

১৩ লাখ টাকার ব্রীজের মেয়াদ মাত্র ৫ মাস!। শুনতে অবাক লাগলেও এমনটি হচ্ছে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে। কয়েক মাস আগে করা পানি

উন্নয়ন বোর্ডের ব্রীজ ভেঙ্গে সেখানে এখন আবার নতুন করে কালভার্ট নির্মাণ করবে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। এতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয়দের মাঝে।

সরেজমিনে হরিণাকুন্ডু উপজেলার কণ্যাদহ গ্রামে গিয়ে দেখা যায় জিকে সেচ খালের উপর গত ৫ মাস আগে নির্মাণ করা হয়েছে ব্রীজটি। ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের বরাদ্দ অনুযায়ি জিকে সেচ খালের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রীজের গায়ে এখনও মোড়ানো রয়েছে নতুন পলিথিন। শেষ হয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অডিটও। কিন্তু একই স্থানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের আরেকটি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা ব্যায়ে ওই স্থানেই আবার একটি কালভার্ট নির্মাণ করবেন তারা। যে কারণে নতুন ব্রীজটি ভেঙে আবারো কালভার্ট করার চুড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন। ফলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও দুই বিভাগের সমন্বয়ের অভাবে সরকারের গচ্চা যাচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এদিকে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয় উপকারভোগীরা।

ওই গ্রামের আরশেদ আলী নামের এক কৃষক বলেন, ব্রীজটি নির্মাণেও করা হয়েছে অনিয়ম। সড়ক অনুযায়ী ব্রীজ না করায় প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা। ব্রীজটি যখন নির্মাণ করা হয় তখন তারাই বলেছিলো কয়েকদিন পর আবারো নতুন ব্রীজ হবে। আমার নিষেধ করার পরও তারা নিম্নমানের এই ব্রীজটি নির্মাণ করেছেন।

রাশেদ হক নামের এক বাসিন্দা বলেন, সরকারের কত টাকা হয়েছে যে ৫ মাসের মাথায় নতুন ব্রীজ ভেঙ্গে আবারো ব্রীজ করবে। নতুন ব্রীজই যদি করবে তাহলে এই ব্রীজটি করার দরকার ছিলো না। তিনি বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও সড়ক ও জনপথ সমন্বয় করলে সরকারের এই বাড়তি টাকা গচ্ছা যেত না।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মিনহাজুল ইসলাম বলেন, জিকে সেচ খাল যেহেতু আমাদের আওতাধীন তাই আমরা ব্রীজটি নির্মাণ করেছি। কারণে অনেকদিন আগে ব্রীজটি ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে এলাকাবাসীর ভোগান্তি হচ্ছিলো। সেই ভোগান্তি দুর করতেই আমরা ব্রীজটি নির্মাণ করেছি। সড়ক ও জনপথ যদি ওই স্থানে ব্রীজ করে তাহলে আমাদের কাছ থেকে এনওসি নিয়ে করতে হবে। কিন্তু তারা এনওসি না নিয়েই স্টিমেট করেছে। আগামীতে সওজ বা এলজিইডি যদি জিকে সেচ খালের উপর ব্রীজ করে আমাদের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করলে এই ভুলবোঝাবুঝি হবে না। এ ব্যাপারে আমরাও সচেষ্ট থাকব।

ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: হাফিজুর রহমান বলেন, ব্রীজটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগের নির্বাহী প্রকৌশলী থাকার সময় করা। ব্রীজটি যখন নির্মাণ করা হয় সেসময় আমার আগের নির্বাহী প্রকৌশলী দু’দফা চিঠিও দিয়েছিলো কিন্তু তাদের মাঝে সমন্বয় হয়নি। ব্রীজটি নতুন হলেও এলাকার মানুষের চলাচলের অনুপযোগী। তাই এলাকার মানুষের ভোগান্তি দুর করতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বয় করে নতুন ব্রীজের কাজ শুরু হবে। এতে আশা করি এলাকার মানুষ উপকৃত হবে।

ঝিনাইদহে পিপিএল’র পর্দা উঠছে আগামী ১৬ ডিসেম্বর

ঝিনাইদহে প্রতি বছরের ন্যায় এবারো শুরু হচ্ছে পবহাটি প্রিমিয়ার লীগ (পিপিএল)’র চতুর্থ আসর। আগামী সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) থেকে এই লীগ শুরু হচ্ছে।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেেলেনর মাধ্যমে লীগের গ্রুপ নির্ধারণ ও ট্রফি উন্মোচন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পিপিএল’র আহবায়ক মোস্তাক আহম্মেদ। এ সময় ক্রীড়াবিদ শাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, জজ আদালতের এপিপি সরদার মনিরুল ইসলাম মিল্টন, সাংস্কৃতিক কর্মী নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, প্রিমিয়ার লীগের সদস্য সচিব এ্যাড. আনোয়ার হোসেন চাঁদ, রোকনুজ্জামান, এমদাদুল ইসলাম, আব্দুর রাকিব, রাসেল রানা ও সানজিদ শুভ্রসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানায়, আগামী ১৬ ডিসেম্বর শহরের পবহাটি বলফিল্ডে জমকালো ও বর্নাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ প্রিমিয়ার লীগের উদ্বোধন করা হবে। ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এম মজিদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এতে জেলার বিভিন্ন উপজেলার ২৪ টি দল ৮ টি গ্রুপে অংশ গ্রহন করছে। ২৭ ডিসেম্বর রাতে ফাইনাল খেলার মাধ্যমে পবহাটি প্রিমিয়ার লীগ শেষ হবে। লীগের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিও বাংলাদেশ, রাবেয়া

হাসপাতাল, শান্দা এগ্রো, জাপানিজ ল্যাংগুয়েজ, ইউনাইটেড ডায়াগোনেস্টিক সেন্টার, রায়হান মটরস ও কার ট্রেড স্পন্সর করছে।

ঝিনাইদহে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহ ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও অন্যান্য কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আওয়াল। বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদ বিপিএম-সেবা বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এম এম শাহজালাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ঝিনাইদহ ল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং পিপি মশিয়ার রহমান, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা আবু হুরাইরা প্রমূখ। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক বকুল চন্দ্র কবিরাজ এর পরিচালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তারা ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে সকল শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিনম্র শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করেন ও তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

সভায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ,স্কাউটস ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৮

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৮জন আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার হরিশপুর গ্রামের লালন বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

আহতরা হলেন হরিশপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে আলামিন হোসেন (৩২), আশান মন্ডলের ছেলে মন্টু মন্ডল (৪৩), জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর বিশ্বাস (৪৬) ও পার্বতীপুর গ্রামের নুপুর মন্ডলের ছেলে বাপ্পী হোসেন (৩২)।

এদের মধ্যে আফাঙ্গীর বিশ্বাস জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদের অনুসারী এবং অন্যরা সাবেক সাংসদ মসিউর রহমানের ছেলে ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাক বাবুর অনুসারী বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে আলামিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ওই এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য প্রয়াত মসিউর রহমানের এমপির অনুসারীদের কর্মীসভা চলছিল। সেখানে তাঁর ছেলে ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. ইব্রাহিম রহমান উপস্থিত ছিলেন। একই সময়ে পাশের জটারখালি বাজার এলাকায় সভা চলছিল জেলা বিএনপির সভাপতি ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড. এম এ মজিদের সমর্থক ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের। সেখানে দলটির জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন এবং উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি দু’পক্ষের সভাকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সেটি সংঘর্ষে রুপ নেয়। এ সময় উভয়পক্ষ লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষের ৮ জন

আহত হয়। এছাড়া বাবু সমর্থকদের সভাস্থলে চেয়ার ভাঙচুর করা হয়।

ডা. ইব্রাহিম রহমান বাবু অভিযোগ করেন, লালন বাজার এলাকায় তাদের কর্মীসভা চলছিল। তখন সেখানে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় মজিদ সমর্থকরা। এ সময় তাদের লোকজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করা হয়। এ সময় তাদের সভাস্থলের মঞ্চ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন বলেন, ওই এলাকায় আওয়ামী লীগের লোকজনকে নিয়ে সভা করছিল প্রতিপক্ষরা। এ নিয়ে একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আমি সেটি সামাল দিতে গেলে তারা আমার ওপর আক্রমণ করে।

হরিণাকুণ্ডু হাসপাতালের চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, আহত ৪ জনের মধ্যে দু’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকা রেফার করা হয়েছে। তার মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বাকি দু’জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এসময় কয়েকজন পুলিশও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম এ রউফ খান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে আমি এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিই। তবে সেখানে বড় ধরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈশিতা আক্তারকে মোবাইলে কল করা হলে তিনি সেটি রিসিভ করেননি।